৮।

দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বোর্ডের আসন্ন পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ২৮ মার্চ। এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ৬ জুন। নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত যে সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

তবুও সাবধানের মার নেই বলে শিক্ষা বোর্ডের এই দুটি পরীক্ষা নিয়ে কিছু আগাম কথা বলা প্রয়োজন। গত কয়েক বছর ধরে এই পরীক্ষা নিয়ে নানা ভোগান্তি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের। এ ব্যাপারে দুঃখজনকভাবে জড়িয়ে পড়ছে স্কুলের শিক্ষক ও বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারী। সম্প্রতিকালে প্রায় প্রতি বছরই বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি হচ্ছে। অভিযোগ করা হচ্ছে যে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনই ভুয়া। তারা টাকার বিনিময়ে মিথ্যা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নিয়েছে। বোর্ডের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও স্কুল বদল করেছে। সাথে সাথে কেন্দ্র বদল করেছে। ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে অনেকে পরীক্ষার্থী সেজেছে। এই অভিযোগে গত বছর কুমিল্লা বোর্ডে হাজার হাজার ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল বাতিল করা হয়েছে। যশোর বোর্ডের অধীন অনেক স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বোর্ডের কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবার কথা বলা হয়েছে। এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার যে মুখ্যত বোর্ড অফিস কেন্দ্র করে একটি চক্র এ ব্যাপারে নাম ভূমিকা পালন করছে। কারণ পরীক্ষার সকল ধরনের কাগজপত্র দেবার মালিক বোর্ড কর্তৃপক্ষ। তাদের সহযোগিতা না থাকলে ছা-পোষা স্কুল বা কলেজ শিক্ষকদের পক্ষে এ ধরনের ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। তবে এ ধরনের ঝুঁকিতে একটি বিরাট অংকের টাকা উপার্জনেরও সুবিধা আছে এবং সে লোভও কম নয়।

এ ধরনের ঘটনা নিয়ে গত বছর অনেক লেখালেখি এবং আলোচনা হয়েছে। মনে করা হয়েছিল যে এ বছর হয়ত এমন কোন ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু পত্রিকান্তরের খবরে মনে হচ্ছে, হয়ত প্রত্যাশিত খবরও সঠিক নয়। টাঙ্গাইলের খবরে বলা হয়েছে, করটিয়া সাদাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ৪ শতাধিক প্রাইভেট পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারছে না। তারা বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী এই কলেজের মারফত রেজিস্ট্রেশনের আবেদন জানিয়েছিল। আবার বোর্ডের নিয়মানুযায়ী এই কলেজ থেকেই তাদের পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু সর্বশেষ খবরে বলা হয়েছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষা দেবার সুযোগ দিতে পারছেন না। এত ছাত্রের স্থান সংকুলান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

কলেজ কর্তৃপক্ষের দিক থেকে এ বক্তব্য যুক্তিযুক্ত হলেও ছাত্ররা কোথা থেকে পরীক্ষা দেবে সে প্রশ্নই নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কারণ বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী তারা অন্য কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলে তা বৈধ হবে না।

আসন্ন বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের বা ভিন্ন কোন সমস্যা আছে বলে এখনও জানা যায়নি। তবুও বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যাশা যে পরীক্ষার পূর্বে যেন তারা সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের খবর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নেবার চেষ্টা করেন। গতবারের মত এবার যেন কারো পরীক্ষার ফল বাতিল না হয়।